STUDY MATERIAL FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-9-4-2020

PAPER- CC14

TOPIC-SANSKRIT KARAKA (BROAD QUESTION)

প্রশ্ন: প্রাতিপদিকের সংজ্ঞা দাও ও প্রাসঙ্গিক বৃত্তি উল্লেখ করে প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা সূত্রটির পূর্ণ ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর: ***** **প্রাতিপদিক:** প্রতিপদ+ঠক্। প্রতিপদং গৃহ্নাতীতি প্রাতিপদিকম্। প্রতিটি সুবন্ত পদে অবস্থিত বলে সুবন্ত পদের প্রকৃতিকে প্রাতিপদিক বলে। অন্যান্য ব্যাকরণে যাকে নাম অথবা শব্দ বলা হয় পাণিনির ব্যাকরণে তার নাম প্রাতিপদিক। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাতিপদিকত্ববিধায়ক দুটি সূত্র আছে। ''অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্'' এবং ''কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ'' । অর্থপ্রকাশক যেসকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু অথবা প্রত্যয় নয়, সেগুলিকে এবং কৃৎ প্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে প্রাতিপদিক বলে।

*******আচার্য পাণিনি প্রথমা বিভক্তি বিষয়ক যে সূত্রটি করেছেন তা হল--''প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচনমাত্রে প্রথমা''। এই প্রথমা বিভক্তির বিষয় চারটি। যথা- প্রাতিপদিকার্থ, লিঙ্গ, পরিমাণ ও বচন। সূত্রে 'প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ-পরিমাণ-বচন' এই দ্বন্দ্ব সমাসের প্রাতিপদিকার্থ প্রভৃতি প্রতিটি অবয়বের সহিত 'মাত্র' শব্দটি অন্বিত হবে। 'মাত্র' শব্দটি এখানে অবধারণার্থক অর্থাৎ এর অর্থ 'এব', 'কেবলম্' । অতএব সূত্রটির অর্থ হবে, প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিংগমাত্রাধিক্যে, পরিমাণমাত্রাধিক্যে ও বচনমাত্রেপ্রথমা বিভক্তি হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন---''মাত্র শব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিংগমাত্রাদ্যাধিক্যে সংখ্যামাত্রে চ প্রথমা স্যাৎ।''

প্রথমা বিভক্তির বিষয় চারটি তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এখন প্রথমা বিভক্তির এই চারটি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে----

১। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা বিভক্তি--আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত প্রাতিপদিকার্থের লক্ষণ বিষয়ে বৃত্তিতে বলেছেন---''নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ।'' 'নিয়তা' নিশ্চিতা 'উপস্থিতিঃ' প্রাপ্তিঃ স্মরণং বা যস্য সঃ। অর্থাৎ কোনো প্রাতিপদিক উচ্চারিত হলে তার যে অর্থটি নিঃসংশয়ে স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় তাইই প্রাতিপদিকার্থ। যে অর্থটির সহিত প্রাতিপদিকের নিত্য সম্বন্ধ, সুনির্দিষ্ট, অব্যভিচারী সেই অর্থই প্রাতিপদিকার্থ। প্রথমা বিভক্তি যোগ করলে যেখানে শুধু এই অর্থেরই প্রতীতি হয়, অতিরিক্ত কোনো কিছুর নয়, সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন--'কৃষ্ণ' এই প্রাতিপদিকটি উচ্চারিত হলেই 'পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ' রূপ অর্থটি নিয়ত মনে উপস্থিত হয়। এখানে পুংলিংগটিও নিয়ত উপস্থিত হয় বলে তা প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্গত। অলিংগ অব্যয় শব্দ এবং নিয়তলিংগ শব্দগুলিতে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা হয়। যেমন--উচ্চৈঃ, নীচৈঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্ ইত্যাদি।

আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই প্রসঙ্গে তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--''অলিংগা নিয়তলিংগাশ্চ প্রাতিপদিকার্থমাত্রে ইতস্যোদাহরণম্।''

২। লিংগমাত্রাদ্যাধিক্যে প্রথমা---'লিংগমাত্রাদ্যাধিক্যে' পদে আদি শব্দে এখানে পরিমাণ বোঝায়। অতএব, এর অর্থ হবে লিংগমাত্রাধিক্যে ও পরিমাণমাত্রাধিক্যে। প্রথমা বিভক্তি যোগ করলে যেখানে প্রাতিপদিকার্থ ও তৎসহ লিংগমাত্রের অধিক প্রতীতি হয়, সেখানে লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমা হয়। যথা-তট, তটী, তটম্। 'তট' শব্দটি তিন লিংগেই প্রযুক্ত হয়, এটি কোন্ লিংগে প্রযুক্ত হবে প্রাতিপদিক অবস্থায় তা জানা যায় না। প্রথমা যুক্ত হলে তবেই বোঝা যায়,। প্রথমা বিভক্তি দ্বারা এই লিংগবোধ হয় বলে 'তট' প্রভৃতি অনিয়তলিংগ শব্দ লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এবিষয়ে বৃত্তিতে বলেছেন--''অনিয়তলিংগাস্তু লিংগমাত্রাধিক্যস্য। তটঃ, তটী, তটম্'' অনিয়তলিংগ শব্দে প্রথমা বিভক্তি যোগ না করলে লিংগ সংশয় দূর হয় না । লিংগ সেখানে প্রাতিপদিকের নয়, প্রথমা বিভক্তিরই অর্থ।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রাতিপদিকেরও তো প্রথমা যোগ করলেই পুংস্তাদিলিংগবোধ হয়, অতএব এইসব ক্ষেত্রে 'প্রাতিপদিকার্থে' প্রথমা না হয়ে লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমা হওয়া উচিৎ। এর উত্তরে বলা হয়েছে-তা যদি হয় তাহলে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয় থাকে না। প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা যাতে অসিদ্ধ না হয় তার জন্য প্রাতিপদিককে অলিংগ, নিয়তলিংগ ও অনিয়তলিংগ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম দুটি প্রাতিপদিকার্থে ও শেষোক্তটি লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয়।

অতএব, প্রাতিপদিক অবস্থাতেই যেখানে লিগ সুনিশ্চিত সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া যেখানে লিংগ নির্ধারণ হয় না সেখানে লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমা। অর্থাৎ নিত্যপুংলিংগ, নিত্যস্ত্রীলিংগ ও নিত্যনপুংসকলিংগ শব্দই প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয়। কিন্তু যার লিগান্তর হয়, তা লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ।

৩। পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমা---প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিত হয়ে যেখানে শুধু প্রকৃতির অর্থ নয়, পরিমাণ অর্থেরও অধিক প্রতীতি হয়, সেখানে পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমার বিষয় হয়। 'পরিমাণ' সেখানে প্রত্যয়েরই অর্থ। যথা-দ্রোণো ব্রীহিঃ। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এবিষয়ে বলেছেন--''পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহিঃ। দ্রোণরূপং যৎ পরিমাণং তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিরিত্যর্থঃ।'' 'দ্রোণো ব্রীহিঃ' এই বাক্যে 'দ্রোণঃ'(দ্রোণ+সু) পদের অর্থ দ্রোণ পরিমিত। 'দ্রোণ' প্রকৃতির অর্থ্র যেহেতু শষ্যাদিপরিমাপক কাষ্ঠময় অথবা লৌহময় পাত্রবিশেষ,

অতএব ‘সু’ প্রত্যয়ের অর্থ হবে ‘পরিমাণ’। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা পরিমাণার্থের প্রতীতি হওয়ায় বাক্যস্থ ‘দ্রোণঃ’ পরিমাণাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ। এখানে ‘দ্রোণঃ’ প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার বিষয় নয়, যেহেতু এটি পাত্ররূপ অর্থকে বিশেষিত না করে পরিমাণরূপ অর্থকে বিশেষিত করে। আবার, এটি লিংগমাত্রাধিক্যে প্রথমারও বিষয় নয়, কারণ ‘দ্রোণঃ’ বাক্যস্থ বলে ব্রীহির বিশেষণত্বহেতু ‘দ্রোণ’ শব্দের লিংগও অনিয়ত নয়, নিয়ত। এই প্রসঙ্গে দ্রোণ ও ব্রীহির মধ্যে বাক্যগত সম্পর্ক কী ? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এর উত্তরে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--‘‘প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থঃ অভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্। প্রত্যয়ার্থস্তু পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবেন ব্রীহৌ বিশেষণমিতি বিবেকঃ।’’ এর অর্থ হল-‘দ্রোণঃ’ এই পদের অর্থ হল পরিমাণ, এই প্রত্যয়ার্থকে বিশেষিত করে দ্রোণ প্রকৃতির অর্থ। এবং এই বিশেষ্য বিশেষণ সম্পর্কে প্রকৃত্যর্থ হতে প্রত্যয়ার্থ যে অভিন্ন ,তাইই দ্যোতিত হয়। কিন্তু প্রকৃত্যর্থযুক্ত যে প্রত্যয়ার্থ তা ব্রীহির বিশেষণ এবং তা পরিমেয় পরিমাপক সম্বন্ধেরই দ্যোতক।

৪। বচনমাত্রে প্রথমা---প্রথমা বিভক্তির চতুর্থ বিষয় হল বচন বা সংখ্যা। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা যেখানে বচনের প্রতীতি হয় সেখানে বচনমাত্রে প্রথমা। যথা-একঃ, দ্বৌ, বহবঃ। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন--‘‘বচনং সংখ্যা। একঃ, দ্বৌ, বহবঃ।’’ বচন কথাটির অর্থ হল সংখ্যা। অথ্রাৎ সংখ্যাবাচক শব্দে যে প্রথমা তাইই বচনমাত্রে প্রথমা। কিন্তু এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দ তো প্রাতিপদিক অবস্থাতেই সংখ্যা নির্দেশ করে, অতএব একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি যে সংখ্যা তা প্রাতিপদিকেরই অর্থ্র প্রথমা বিভক্তির নয়। সূত্রে ‘বচন’ শব্দটি গ্রহণের সার্থকতা কী এবিষয়ে বলা হয়েছে-সূত্রে বচন গ্রহণ না করলে এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দে প্রথমা বিভক্তির অবকাশই থাকে না।

অতএব, সাধারণতঃ ‘অনভিহিত’ প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হলেও সংখ্যাবাচক শব্দের ক্ষেত্রে ‘অভিহিত’ প্রাতিপদিকার্থেই প্রথমা হয়, এটাই সূত্রস্থ বচন শব্দের তাৎপর্য। ‘বচন’ যেহেতু প্রাতিপদিকেরই অর্থ সেখানে বচনের ক্ষেত্রে যে প্রথমা তা বচনমাত্রে প্রথমা, বচনমাত্রাধিক্যে নয়। ‘‘ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রযোক্তব্যাঃ, নাপি প্রত্যয়ঃ’’ অর্থাৎ ‘বাক্যে শুধু প্রকৃতি অথবা শুধু প্রত্যয় যোগ করা যায় না’ এই ন্যায়ানুসারে শব্দের সাধূত্ব রক্ষার জন্যই বচনের ক্ষেত্রে প্রথমা বিভক্তি যোগ করতে হয়---‘‘বিভক্তিরিহ অনুবাদিকা, শব্দসাধুত্বরক্ষার্থমেব প্রযোজ্য।’’

.....